দৈনিক খবর 40

DEC 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 5 ...

ছাত্র বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে শিক্ষা জীবনে সংকট

॥ সাইফুর রশীদ ॥

জাতীয় সংসদে ঘোষিত বাজেটে সরকার জনগণের উপর প্রায় ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর বসানোর পরও ছাত্র সমাজের উপর আবার নতুন আরেকটি বোঝা চাপানোর প্রয়াস হিসেবে বেসরকারী স্কুল-কলেজে ছাত্র বেতন বেশী এই ভুয়ো যুক্তি তুলে সরকারী স্কুল-কলেকসমূহে ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সারা দেশে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৫০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে এর অনুপাত হচ্ছে ১ঃ২ এমনকি সরকারী পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তন নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় বেসরকারী স্কুল-কলেজের সংখ্যা যেখানে বেশী, যেখানে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র ঘরে সন্তানেরা পড়াশুনা করে, সেখানে তাদের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে গুটি কতকের স্বার্থে গুটিকতক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী স্কুল-কলেজে ছাত্র বেতন বৃদ্ধিকেউ উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্র বেতন এমনিতেই অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া সত্ত্বেও সরকারী স্কুল-কলেজসমূহে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে কিংবা করার প্রচেষ্টা চলছে।

আমরা জানি, দীর্ঘদিন যাবৎ এদেশের ছাত্র-সমাজের উপর এক বিরাট সংকটের বোঝা বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ ছাত্রের অভিভাবকের পক্ষেই তার সন্তানের সুষ্ঠু শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখাতো দূরের কথা, সাংসারিক জীবনেই 'নূন আনতে পান্তা ফুরায়'। এমতাবস্থায় নতুন করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্ত কখনোই বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থের অনুকূলে নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এদেশের ছাত্ররা শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি, বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় বাজেটের যে পরিমাণ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির দাবী তোলা হলেও সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল ও কম গুরুত্বপূর্ণ খাতেই বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যহ্রাস, ছাত্র বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যে বই, খাতা, কলমসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণের দাবী করে আসছে। ছাত্র সমাজের এই ন্যায্য দাবীর প্রতি তোয়াক্কা না করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির এই সরকারী সিদ্ধানত নিশ্চয়ই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সন্তানদের স্বার্থে নয়। সাম্রাজ্যবাদের দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুসারে এদেশে বিভিন্ন সময় ছাত্র জীবনকে ধ্বংস করা ও ছাত্র সমাজকে হেয় করার প্রচেষ্টা চলছে। নতুন করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ঘরের সন্তানদের শিক্ষা-জীবনকে ক্রমশঃই পঙ্গু করে দেয়ার চক্রান্তেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এ দেশের ছাত্রসমাজের জীবনে সংকট সৃষ্টির যে কোন হীন চক্রান্তকেই ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, দেশে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বর্ধিত ছাত্র বেতনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ। এমনি ধরনের জঙ্গী আন্দোলনও চাপের মুখে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছাত্র বেতন বৃদিধ্র সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলেও এখন আবার নতুন করে ছাত্র বেতন দ্বিগুণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হচ্ছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হলে তা কোনক্রমেই দেশের অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মঙ্গলজনক হবে না। দরিদ্র অভিভাবকের জন্য এ সিদ্ধান্ত হবে মরার ওপর খাড়ার ঘায়ের মত।